মা হারালেন জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল

মা হারালেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি‘র সভাপতি হাজী গোলাম রসুল।

আজ সোমবার (১০ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১ টায় মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার জামে মসজিদের সামনে নামাজে জানাজা শেষে পৌর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

মৃত্যুকালে জাবেদা খাতুনের বয়স হয়েছিল বছর। তার ৬ ছেলে ৭ মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছে।

জবেদা খাতুনের জানাজাতে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুরে-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়ার উদ্দিন বিশ্বাস, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেসুর রহমান সহ সর্বস্তরের মানুষ জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করেন।

এর আগে ভোরের দিকে জবেদা খাতুন শহরের মল্লিক পাড়াস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

হরিণাকুণ্ডুুতে এক যুবক খুন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৪ নং দৌলতপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাবদার রহমানের ভাতিজা হাফিজ (৪০) নামের এক যুবককে খুন করেছে দূর্বীত্তরা।

সে উপজেলার রিশখালী গ্রামের সোহরাব হোসেনের ছেলে। নিখোঁজের পাঁচদিন পর হাফিজের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। নিহত হাফিজুর রহমান উপজেলার ৪নং দৌলতপুর ইউনিয়নের রিশখালী গ্রামের

সোহরব হোসেন(সোরাফ উদ্দিন) বড় ছেলে।

রবিবার দুপুর ১২ঘটিকায় কেষ্টপুর চরেরমাঠ এলাকায় একদল মাছ ধরা দলের মধ্যে মান্নান পিতা ইব্রাহিম নামের একজন পানির মধ্যে একটি মোবাইল ফোন পান। ফোন পাওয়ার পর জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি হলে মনে পড়ে গত বুধবার ৫ই অক্টোবর স্থানীয় দশমাইল বাজার থেকে হারিয়ে যান হাফিজ। পরে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে স্থানীয়দের সহায়তায় হাফিজের লাশ উদ্ধার করে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

এব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানা অফিসার ইনচার্জ(ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান,গত ৫ই অক্টোবর হাফিজুর রহমান নামের এক ব্যাক্তি হারিয়ে গেলে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে সাধারণ ডায়রি করেন।

রবিবার দুপুর ১২ ঘটিকায় স্থানীয়রা খালে মাছ ধরতে গেলে একটি মোবাইল ফোন পেয়ে সন্দেহ করে পুলিশে খরব দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় ছাত্র সমাজের কর্মী সভা

সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি প্রধান কার্যালয় কাথুলী বাস স্ট্যান্ডে এই কর্মী সভার আয়োজন করা হয়।

সাবেক ছাত্রনেতা মোঃ রনি হোসেনের সভাপতিত্বে এবং পৌর জাতীয় পার্টি সদস্য সচিব মোঃ হামিদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির যুগ্ন ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ফয়সাল দিদার দিপু।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ছাত্র সমাজ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আল মামুন, বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি আহ্বায়ক মোঃ

আব্দুল হাদী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি সদস্য সচিব সুমন পারভেজ, গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টি সভাপতি মোঃ বাবুল হোসেন, পৌর জাতীয় পার্টি আহ্বায়ক মোঃ আব্দুল মান্নান, গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক জান মোহাম্মদ মিন্টু, গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টি সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ কেতাব আলী মাস্টার, জাতীয় ছাত্র সমাজ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জাকির হুসাইন বাবু, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) খিলাফত আলী, জাতীয় ছাত্র সমাজ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য নেহাল হোসেন নিলয়, জাতীয় ছাত্র সমাজ রংপুর জেলা শাখার যুগ্ম আহবায়ক ছামিউল ইসলাম শুভ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি প্রধান কার্যালয়ে মেহেরপুর জেলা জাতীয় ছাত্র সমাজের কমিটি গঠন করা হয়।

এ সময় আহ্বায়ক হিসেবে মনোনীত হলেন মোঃ রনি হোসেন, যুগ্ন আহবায়ক হিসেবে মনোনীত করা মোঃ মাহফুজুর রহমান, মোঃ উজ্জল, আতিয়ার রহমান এবং আব্দুল্লাহ আল ফাহিমকে সদস্য সচিব হিসাবে মনোনীত করা হয়।

কার্পাসডাঙ্গায় সরকারি জমি দখল করে পাঁকা দোকানঘর নির্মাণ

দামুড়হুদা উপজলার কার্পাসডাঙ্গায় সরকারি খাস জমি দখল করে পাঁকা দোকান ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে তেলা মিয়ার বিরুদ্ধে। তেলা মিয়া দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারপাড়ার মৃত মহিউদ্দিনের ছেলে ও বাজারের বিশিষ্ট সার ব্যবসায়ী।

জানাগেছে, গত কয়েকদিন যাবত রাত ও দিনে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারের কাউন্সিল মোড়ে সড়কের কোল ঘেঁষে জেলা পরিষদের জমিতে পাঁকা দোকান ঘর নির্মাণ করছে ওই এলাকার তেলা মিয়া। রাতে ও দিনে খুব জোরে শোরেই চলছে দোকান নির্মাণ কাজ। সরকারি জমিতে ৪টি পাঁকা দোকান ঘর নির্মাণ করা দেখে হতবাক হয়েছে

স্থানীয়রা।

এদিকে দোকান ঘর নির্মাণের আগেই দোকান ভাড়া দেওয়ার জন্য কয়েক জনের কাছ থেকে অগ্রিম নগদ নিয়েছে লাখ টাকা করে। স্থানীয়রা বলছেন, সরকারি জমিতে দোকান নির্মাণ যেন এই বাজারে নিত্য দিনের ঘটনা। মাঝে মাঝে কয়েকটা বিষয়ে পেপারে লেখালেখি হয়। প্রশাসনের কর্তারা আসেন পরিদর্শন করেন আবার ভেঙে দিয়েও যান। কিছুদিন অতিবাহিত হলে আবারও সেই দোকান ঘর নির্মাণ কাজ শেষ করে অভিযুক্তরা।

এরকম একাধিক ঘটনা কার্পাসডাঙ্গা বাজরে প্রতীয়মান। আমরা যতটুকু জানি সরকারি জমিতে পাঁকা স্থাপনা নির্মাণ অবৈধ! কিন্তু সরজমিনে কার্পাসডাঙ্গা বাজার ঘুরে দেখলে সরকারি জমিতে পাঁকা দোকান দন্ডায়মান এমন চিত্র একাধিক দেখা মিলবে।

এবিষয়ে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা মাহাতাব উদ্দীন বিশ্বাসের সাথে মুঠোফোনে কথা বললে তিনি বলেন আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানতে পারি জমিটি জেলা পরিষদের।

এ বিষয়ে জানতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শামীম ভূঁইয়া বলেন, এ সংক্রান্ত কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগর আম্রকাননে ব্যাক্তিগত উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী

“গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান” মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক মুজিবনগর আম্রকাননকে বাঁচিয়ে রাখার প্রত্যয়ে মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা দাউদ শেখ এর পুত্র বৃক্ষ প্রেমিক জহির শেখ প্রতি

বছরের ন্যায় এবছরেও ঐতিহাসিক মুজিবনগর।

আম্রকাননে মরে যাওয়া গাছের স্হানে এবং পরিত্যেক্ত জায়গায় ব্যাক্তিগত উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফুর রহমানের সভাপতিত্বে, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন,

এ সময় বিশিষ্ট সমাজসেবক ও যুবনেতা হাসানুজ্জামান লালটু, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ডালিম এবং উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও নিজস্ব অর্থায়নে ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে জহির শেখ ৪০টি হিমসাগর আমের চারা রোপন করবেন। তিনি রোপিত গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সকল শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে বিনীত অনুরোধ ও সহযোগীতা কামনা করেন।

গাংনীতে প্রবাস ফেরতের কারাদন্ড

গাঁজা সেবন ও রাখার অভিযোগে মিলন হোসেন (২৮) নামের এক প্রবাস ফেরতকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আজ রবিবার (৯ অক্টোবর) দুপুরের দিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম তাকে এই কারাদন্ডাদেশ দেন।

মিলন হোসেন গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারপাড়া এলাকার দলিম উদ্দীনের ছেলে।

ভ্রাম্যমান আদালত সূত্রে জানা গেছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(১) ধারায় দোষী সাবস্থ হওয়ায় মিলন হোসেনকে এক মাসের

বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

এর আগে সকালের দিকে সীমান্তবর্তি তেঁতুলবাড়িয়া সীমান্ত থেকে ৪৭ বিজিবির তেঁতুলবাড়িয়া ক্যাম্পের একটি টহল দল গাঁজা সেবন ও সংরক্ষণের অভিযোগে তোকে আটক করে। পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ভ্রাম্যমমান আদালতে নিলে তাকে এই কারাদন্ড দেন তিনি।

ঝিনাইদহ শিশু একাডেমীর উদ্যোগে ঈদে-মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালন

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঝিনাইদহের উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ)- ২০২২ উপলক্ষে প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার শিশু একাডেমী কমপ্লেক্স মিলনায়তনে জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ আয়ূব হোসেন এর সভাপতিত্বে ও পরিচালনায় ঝিনাইদহের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ক্বেরাত, হামদ/নাত ও রচনা প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগীতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ সেলিম রেজা পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

উক্ত প্রতিযোগীতায় বিচারক হিসেবে দায়িত্বপালন করেন জেলা তথ্য অফিসার মোঃ আবুবকর সিদ্দীক ভুটিয়ারগাতী দাখিল মাদ্রাসার সুপার মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক ও মাওলানা মোঃ সিরাজুল ইসলাম। প্রতিযোগীতা, পুরস্কার বিতরণী ও দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে প্রোগামের সমাপ্তী ঘোষণা করা হয়।

গাংনীতে প্রতিবন্ধীর আত্ম*হত্যা

গাংনীতে গাছের সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে সোহেল রানা ওরফে ওসিল (৪০) নামে এক মানষিক প্রতিবন্ধী আত্মহত্যা করেছেন। সোহেল রানা এ উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের মৃত সামসুদ্দিন মোল্লার ছেলে।

শনিবার দিবাগত রাতে তার বাড়ির পাশের একটি কাঁঠালগাছের সাথে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে সে। স্থানীয়রা জানান, সোহেল রানা একজন মানসিক ভারসাম্য ছিলেন।

গাংনী থানার (ওসি) তদন্ত মনোজিত কুমার নন্দী জানান, আত্মহত্যার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করা হয়েছে।সে একজন মানুষিক ভারসাম্যহীন প্রতিবন্ধী ছিলেন। পারিবারিক কোনো অভিযোগ না থাকায় সামাজিকভাবে দাফন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে বি এস এফে’র গুলিতে এক বাংলাদেশী নিহত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ছোট বলদিয়া সীমান্তে বি এস এফ’র গুলিতে মুনতাজ আলী (৩৫)নামের এক বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। নিহতের লাশ বি এস এফ ভারতীয় পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বি এস এফ।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে মুনতাজ আলী
(৩৫) তার স্ত্রী বাড়িতে না থাকায় কয়েক জন সঙ্গীদের সাথে অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে মহিষ নিয়ে আসছিলেন। এসময় রাতের আধারে ৪ টি মহিষ নিয়ে ৮২/৮৩ মেইন পিলালের মধ্যেবর্তী তিন নং সাব পিলারের নিকট পৌছালে ভারতীয় বি এস এফ চোরাচালানীদের উপস্থিতি টের পেয়ে

৭/৮ রাউস্ড গুলি চালায়। এতে বিএসএফের গুলিতে মুনতাজ আলী ঘটনাস্থলে নিহত হয়।

এলকাবাসিরা বলেন দিনগত রাত ১২ টার দিকে ৪ টি মহিষ নিয়ে আসছিলো।ইতিমধ্যে ৩ টি মহিষ বাংলাদেশ সীমান্তে পৌছিয়েছে। এর মধ্যে একটা মহিষ নিয়ে আসতে গিয়ে বি এস এফ তার লক্ষ করে গুলি ছোড়ে।গুলিতে তার বুকের উপর লাগলে ঘটনাস্থলে নিহত হয় মুনতাজ আলী। তার মৃত্যর সংবাদ গ্রামে পৌছালে স্বজনদের কান্নায় ভারি হয়ে ওঠে এলাকার আকাশ বাতাস।

এ ঘটনায় ভারতের কৃষ্ণগঞ্জ থানার ওসি বাবিন মুখার্জী জানান,৯ অক্টোবর রোববার সকাল ১০ টায় ৩ এস পিলারের নিকট থেকে বি এস এফ’র গুলিতে নিহত বাংলাদেশী এক মহিষ ব্যবসায়ীর মরদেহ থানায় হস্তান্তর করেছে বিএসএফ সদস্যরা। অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে মহিষ নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে জানায় বিএসএফ সদস্যরা ।

এবিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর জানান একটি গুলিবিদ্ধ মহিশ সহ মুনতাজের লাশ বিএসএফ সদস্যরা উদ্ধার করেছে বলে জানতে পেরেছি, তবে মুনতাজের মরাদেহ বাংলাদেশে আনার আইনগত প্রক্রিয়া চালাচ্ছি। ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি পরিচালক লে. কর্নেল শাহ মোহাম্মদ ইশতিয়াক জানান, ঘটনাটি শুনেছি। আমরা বিএসএফ’র সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি।

কোটচাঁদপুরের অধিকাংশ গবাদিপশু ভুগছেন লাম্পি স্কিন ডিডিজে

কোটচাঁদপুরের অধিকাংশ গবাদিপশু ভুগছেন লাম্পি স্কিন ডিডিজ(এলএসডি)তে। নিশিদ্ধ ঔষুধে দেয়া হচ্ছে চিকিৎসা। এতে করে

আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন চাষি আর শারিরীক ভাবে পশু। যা দেখার কেউ নাই।

কোটচাঁদপুর প্রাণীসম্পদ অফিসের উপসহকারী প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আতাউর রহমান বলেন,এল,এস,ডি একটি ভাইরাস জনিত চর্ম রোগ। এ রোগে শুধুমাত্র গুরু ও মহিষকে আক্রান্ত করে। যা গেল ৩ বছর পূর্বে এ দেশে দেখা দিয়েছিল। গেল ২ বছর দেখা না গেলেও এ বছর জুলাই মাস থেকে এর প্রার্দুরভাব লক্ষ্য করা যায়। এরমধ্যে সেপ্টেম্বর মাসে বেশি গরু আক্রান্ত হয়েছে।

তিনি বলেন,এ উপজেলায় ৩৯ হাজার ৭ শ ৮২ টি গরু- মহিষ আছে। এরমধ্যে আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী ৬ শ ৫৫ টি গরু আক্রান্ত হয়েছে। মারা গেছে হাতে গোনা কয়েকটি। তবে এর বাইরে আরো পশু আক্রান্ত ও মৃত্যু হতে পারে। তবে তার কোন তথ্য আমাদের জানা নাই।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আমরা বেশ কয়েকটি সচেতনতামূলক কার্যক্রম করেছি। আর এ অফিসে যারা বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করেন,তারাও মানুষকে এধরনের সচেতনতা করছেন বলে দাবী ওই কর্মকর্তার।

তবে এ কথা মানতে নারাজ উপজেলা তালসার গ্রামের আকিমুল ইসলাম সাজু। তিনি বলেন,এ গ্রামের অনেক পশু আক্রান্ত হয়েছে। মারাও গেছে বেশ কয়েকটি। এছাড়া এখনও বাড়িতে ভুগছে অনেক পশু। এ পশুগুলোর চিকিৎসা দিচ্ছেন স্থানীয় সার্টিফিকেট বিহীন পশু চিকিৎসকরা।

তিনি বলেন,এ রোগের প্রার্দুরভাব বৃদ্ধির পর থেকে প্রাণীসম্পদ অফিসের কাউকে দেখা যায়নি তালসারে। এছাড়া সচেতনতামূলক কোন সভাও চোখে পড়েনি।

এ রোগের চিকিৎসা নিয়ে অফিসের এলডিডিপি প্রকল্পের বকুল আহম্মেত বলেন, এ ইউনিয়নে শতকরা ৭০/৮০ টি গরুর এ রোগ ধরা পড়েছে।

এ রোগে মূলত ইরাসেফ ২ গ্রাম,পিপাভেট,কিটোফেন,ডেক্সামেট দিয়ে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এ চিকিৎসায় ভাল হতে কোন গরুর ৩ দিন,কোন ৭ দিন আবার কোন গরুর বেশিদিন সময় লাগছে। চিকিৎসা ব্যয় প্রসঙ্গ তিনি বলেন,সব মিলিয়ে দিন ৪ শ থেকে সাড়ে ৪ শ টাকা লাগছে। কিটোপ্রোফেন,এন্টিবায়োটিক আর ডেক্সামেট এ রোগে ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও ব্যবহার করছেন, কেন এমন তিনি বলেন,এ সব না দিলে গরুর চিকিৎসা করানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই ব্যবহার করা।

একই কথা বলেছেন,রানা আহম্মেদ,তিনি প্রাণী সম্পদ অফিসের ইআইপি প্রকল্পে আছেন। তিনিও নিষিদ্ধ ঔষুধ ব্যবহার করে চিকিৎসা দিচ্ছেন এ রোগের গরুগুলোর।

উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা (অতি)ডাঃ রেজাউল করিম বলেন,এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। তবে মৃতুহার কম আছে। এ রোগে ছোট বাছুর গরুর মৃত্যু ঝুকি বেশি রয়েছে।

তিনি বলেন,এ জেলার মধ্যে বেশি আক্রান্ত হয়েছে হরিণাকুন্ডুতে। ওই তুলনা কোটচাঁদপুরে কম আছে। আর এ রোগের তেমন কোন চিকিৎসা নাই। সাপোটিং চিকিৎসা দিয়ে পশুকে সুস্থ্য করতে হবে। আর এ রোগে কিটোপ্রোফেন ও ডাইক্লোফেন ব্যবহার করা যাবে না। স্থানীয়রা চিকিৎসকরা এ সব ঔষুধ সহ এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করছে,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,আমি কয়েকদিন হল এখানে যোগদান করেছি। এরপরও আমি খোজ খবর নিয়ে দেখছি। যদি তেমন প্রমান পাওয়া যায়, তাহলে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে জরিমানা করার ব্যবস্থা করা হবে।